MICE পর্যটন সম্পর্কিত গাইডলাইন
২০২১

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

মাইস পর্যটন, ইংরেজিতে যা Tourism during Meetings, Incentives, Conference and Exhibition- ধারনাটি বিশ্বব্যাপী অপার সম্ভাবনাময় এবং বিপুল পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরির একটি বৈচিত্র্যময় খাত। সাধারণভাবে পর্যটন খাতে MICE পর্যটন ইভেন্ট শিল্প হিসেবে অভিহিত হয় কিন্তু এটি ভ্রমণ শিল্পের সকল উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে। MICE ইভেন্ট আয়োজন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থান, কার্যকর অবকাঠামো এবং এদেশের বিপুল পর্যটন সম্ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। MICE পর্যটন ব্যবসায়িক, শিক্ষা ও অফিসিয়াল ভ্রমণকারীদের জন্য একটি বিশেষ গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করতে সাহায্য করে। “MICE পর্যটনের গাইডলাইন”-এ বাংলাদেশের MICE পর্যটনের সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, বিপণন এবং প্রসারের পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

MICE পর্যটন: ‘MICE’ মানে 'সভা (Meetings), প্রণোদনা (Incentives), সম্মেলন (Conferences) এবং প্রদর্শনী (Exhibitions)'। এটি ব্যবসায়িক ইভেন্ট এবং পর্যটন কার্যক্রম নিয়ে গঠিত। MICE পর্যটন মূলত ব্যবসায়িক, শিক্ষা ও অফিসিয়াল ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে।

সভা (Meetings): কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য, তথ্য আদান-প্রদান এবং সমস্যা সমাধানের জন্য কমপক্ষে দশ জন ব্যক্তিকে একত্রিত করে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রণোদনা (Incentives): সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিক্রয় প্রতিনিধি, ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, উৎপাদন কর্মী এবং সহায়ক কর্মীদের প্রণোদনামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রণোদনামূলক ভ্রমণ অবসর কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক পর্যটন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সম্মেলন (Conferences): সাধারণত বেশিরভাগ সম্মেলন, সভার অনুরূপ হয়ে থাকে। সম্মেলনে সাধারণত অনেক ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হয়ে সংগঠনের ধারণা, মতামত এবং সাধারণ স্বার্থের তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

প্রদর্শনী (Exhibitions): সাধারনত সম্ভাব্য গ্রাহক বা ক্রেতাদের নিকট নতুন পণ্য, পরিষেবা, ধারণা এবং তথ্য দেখানোর জন্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে সাক্ষাৎ এর জন্য এটি একটি কার্যকর উপায়।

৩. MICE পর্যটনের বৈশিষ্ট্য

প্রচলিত অন্যান্য পর্যটন থেকে MICE পর্যটন তুলনামূলকভাবে ব্যতিক্রম। সাধারণত MICE পর্যটকরা ব্যবসায়িক, শিক্ষা এবং অফিসিয়াল প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। তারা মূলত তাদের কাজের অংশ হিসেবে ভ্রমণ করে থাকেন। MICE পর্যটনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. MICE পর্যটন একটি বিশেষ ধরণের পর্যটন যেখানে ব্যবসায়িক, শিক্ষা এবং অফিসিয়াল ইভেন্ট এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

খ. মেগা MICE ইভেন্টগুলোর ক্ষেত্রে পর্যটনের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য পর্যটক আগমনের সম্ভাবনার তথ্য জানা প্রয়োজন।

গ. সাধারণত MICE পর্যটকেরা বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে ভ্রমণ করে থাকেন।

ঘ. MICE পর্যটকরা সাধারণত মূল্য সংবেদনশীল (Price insensitive) নয় এবং উন্নত ও বিশেষ পরিষেবা গ্রহণ করতে পছন্দ করে।

৪. উদ্দেশ্য

এই গাইডলাইনের উদ্দেশ্য হল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক, শিক্ষা এবং অফিসিয়াল ইভেন্টগুলো আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে একটি অন্যতম MICE পর্যটন গন্তব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. MICE সম্পদ এর উন্নয়ন এবং ব্যবহারের খাতগুলো চিহ্নিত করা (যেমনঃ সভার স্থান, সম্মেলন কেন্দ্র)।

খ. প্রতিটি ইভেন্টে আগত অথিতিদের বিনোদনের জন্য মূল ইভেন্টের সাথে পর্যটনকে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ. MICE পর্যটনের সার্বিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ের কমিটি গঠন করা।

ঘ. মার্কেটিং এবং প্রচার ও প্রসারমূলক কৌশল প্রণয়ন করার মাধ্যমে MICE পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্য শক্তিশালী ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করা।

ঙ. MICE পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য তহবিলের উৎস চিহ্নিত করা।

৫. MICE পর্যটনের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণঃ

বাংলাদেশে বিভিন্ন পাবলিক, প্রাইভেট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিয়মিত আন্তর্জাতিক সেমিনার/ কনফারেন্স আয়োজন করে থাকে। যেখানে প্রচুর শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞানি অংশগ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলা, ট্রেড শো, বিজনেস ট্যুর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যেখানে প্রচুর বিদেশী নাগরিক অংশগ্রহণ করে থাকে।। তাদেরকে ট্যুর অপারেটরদের সহযোগিতায় সিটি ট্যুর বা পর্যটন আকর্ষণ স্থানে বিনোদন ট্যুরের ব্যবস্থা করা যায়।

MICE পর্যটনের ইভেন্টের সম্ভাব্য ক্ষেত্র নিম্নরূপঃ

মিটিং (সভা)	ইনসেন্টিভ (প্রণোদনা)	কনফারেন্স (সম্মেলন)	এক্সিবিশন (প্রদর্শনী)
বোর্ড মিটিং	প্যাকেজ ট্যুর	একাডেমিক কনফারেন্স	ট্রেড ফেয়ার
ম্যানেজমেন্ট মিটিং	স্পেশাল মিল প্লান	বিজনেস কনফারেন্স	ট্রেড শো
শেয়ারহোল্ডার মিটিং	ট্রেনিং	সাইন্টিফিক কনফারেন্স	পর্যটন মেলা
ক্লায়েন্ট মিটিং	অফিসিয়াল ট্যুর	ডিপলোমেটিক কনফারেন্স	প্রমোশনাল রোড শো
প্রবলেম সল্ভিং মিটিং	অভিজ্ঞতা বিনিময় ট্যুর	রিলিজিয়াস কনফারেন্স	
ইনোভেশন মিটিং	স্টাডি ট্যুর	সামিট ফর মাল্টিন্যাশনাল নেগোসিয়েশন	
প্রজেক্ট মিটিং		পিস কনফারেন্স	
রিকারিং মিটিং		অ্যাথলেটিক কনফারেন্স	
আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সভা			

MICE পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য গাইডলাইন

MICE পর্যটন বিকাশের মূল নীতি হল MICE পর্যটকদের অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে বাংলাদেশকে একটি বিশেষ MICE পর্যটন গন্তব্য হিসেবে উন্নীত করা। এই গাইডলাইনের সাথে নিম্নলিখিত নির্দেশনাগুলো সংযুক্ত করা হলো:

৫.১ MICE আয়োজনকারীদের সাথে সমন্বয় সাধনঃ

১। MICE পর্যটন আয়োজনকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সংগঠনের ডাটাবেজ তৈরি এবং বার্ষিক ক্যালেন্ডার তৈরি ও সংরক্ষণ করা।

২। MICE পর্যটন আয়োজনকারী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সংগঠনের সাথে ডায়লগ আয়োজন, সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।

৩। MICE পর্যটন আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত ইভেন্টসমূহে পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানে ট্যুরের প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য MOU করা এবং ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে প্রফেশনালভাবে ট্যুর আয়োজন করা।

৫.২ MICE পর্যটন সুবিধা তৈরি করা

বাংলাদেশকে একটি অন্যতম MICE পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি মৌলিক কাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন।

ক. বাংলাদেশে MICE পর্যটনের জন্য ব্যবহার উপযোগী ওয়েবসাইট তৈরি করা। বিভিন্ন সভার স্থান এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নিয়মিত আপডেট করা।

খ. MICE পর্যটন শিল্পের প্রসারের জন্য বিশেষ ব্যবসায়িক ই-নিউজলেটার, পত্রিকা প্রকাশ করা। যেখানে সফল MICE ইভেন্টের খবর এবং আসন্ন মেগা MICE ইভেন্টের সময়সূচী ও অন্যান্য তথ্য উল্লেখ থাকবে।

গ. MICE ইভেন্ট ভেন্যু এর পাশে আন্তর্জাতিক মানের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঘ. MICE পর্যটনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা (যেমনঃ রুট প্ল্যান প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরনের পরিবহন সুবিধা, মানচিত্র এবং রেন্ট-এ কার পরিষেবা) উন্নত করা।

ঙ. MICE ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

চ. দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটনে প্রণোদনামূলক ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ছ. বাংলাদেশে সর্বাধিক সংখ্যক সম্মেলন ও প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

জ. সব ধরনের MICE পর্যটন সুযোগ-সুবিধা সহ MICE কার্যক্রম পরিচালনা, আবাসন, পরিবহন সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা, রেস্তোরাঁ এবং বিনোদন পরিষেবার ব্যবস্থা সম্বলিত বিশেষ 'MICE পর্যটন কেন্দ্র' (MICE Tourism Hub) গড়ে তোলা।

ঝ. বিশেষ MICE পর্যটন এলাকার সাথে নিকটতম শহর এবং পর্যটন আকর্ষণগুলোর সংযোগ তৈরি করার জন্য পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করা।

ট. বাংলাদেশকে অন্যতম MICE পর্যটনের আকর্ষণীয় ডেসটিনেশন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সুবিধা প্রদানকারী পক্ষ যেমনঃ আবাসন, পরিবহন, চিকিৎসা, রেস্তোরাঁ, ভেন্যু, খাবার এবং বিনোদন ইত্যাদির দাম নির্ধারণ করা।

৫.৩ MICE ইভেন্ট ভেন্যু, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সভা পরিচালনায় সেবার মান নিশ্চিত করা

প্রযুক্তিগত সহায়তা, সভা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং ভেন্যুর ব্র্যান্ড ইমেজ বিবেচনা করে MICE ইভেন্টের জন্য ভেন্যু নির্বাচন করা হয়, এছাড়াও গন্তব্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া, পরিবহণ এবং আবাসন, খাবার, ভ্রমণ ও বিনোদন সুবিধাও বিবেচনা করা হয়। সভা স্থানের অভ্যন্তরীণ ডিজাইন পরিবর্তন উপযোগী এবং গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী হওয়া। MICE ইভেন্ট ভেন্যুতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করাঃ

ক. সভা-সমাবেশের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ ভেন্যুগুলো সুসংগঠিত করা।

খ. প্রতিটি অধিবেশনের জন্য লাইভ ওয়েব কনফারেন্সের (ওয়েবের মাধ্যমে অডিও এবং ভিডিও স্ট্রিমিং) আয়োজন করা।

গ. ইভেন্টের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রজেক্টর, মনিটর, স্পিকার এবং সাউন্ড সিস্টেম এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঘ. দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগ পরিষেবা প্রদান করা।

ঙ. ইভেন্ট অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রিন্টিং প্রেস রুম সুবিধা নিশ্চিত করা।

চ. প্রযুক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ছ. ভেন্যু প্রাঙ্গনে গাড়ি পার্কিং সুবিধা প্রদান করা।

জ. যে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।

ঝ. সভা-সমাবেশ স্থানের সরঞ্জামগুলোর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৫.৪ MICE পর্যটনের জন্য দক্ষ-জনশক্তির উন্নয়ন

একটি MICE ইভেন্ট এর সফলতা নির্ভর করে সামাজিক দক্ষতা, সৃজনশীল, সাংগঠনিক এবং প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ ইভেন্ট আয়োজক সংস্থার জনবলের উপর। সর্বোত্তম মানের পরিষেবা প্রদানের জন্য আয়োজক সংস্থার কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ক. সামাজিক দক্ষতা যেমনঃ ধৈর্য্য, সহানুভূতি, টিমওয়ার্ক এবং সমস্যা সমাধানে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রশিক্ষিত হওয়া উচিত।

খ. কম্পিউটার, প্রজেক্টর, মনিটর, সাউন্ড সিস্টেমসহ অন্যান্য আধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

গ. পেশাদারিত্বের সাথে পরিষেবা প্রদানের জন্য MICE পর্যটন এর সংগঠক এবং অপারেটরদের প্রশিক্ষিত করা। পাশাপাশি ইভেন্ট পরিচালনার জন্য কর্মীদেরকে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা।

৫.৫ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করা

ক. MICE পর্যটনে অংশগ্রহণকারীদের স্থানীয় সংস্কৃতি এবং আকর্ষণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান।

খ. অর্থনৈতিক ক্ষতি (Economic Leakage) কমাতে MICE পর্যটনের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ স্থানীয় উৎস থেকে সংগ্রহ করা।

গ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ইভেন্টে (যেমনঃ মেগা MICE ইভেন্ট) স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার সুযোগ প্রদান করা।

ঘ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর MICE পর্যটন ইভেন্টের কার্যক্রমের ফলে কোন নেতিবাচক প্রভাব যেন না পরে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

ঙ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সুযোগ তৈরি করে দেয়া।

৫.৬ MICE পর্যটন ইভেন্ট চলাকালীন পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম

ক. MICE ইভেন্টে পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

খ. পরিবেশগত সচেতনতার বিষয়ে ইভেন্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

গ. পরিবেশ সংরক্ষণকে প্রাধান্য দিয়ে MICE ভেন্যু তৈরি করা।

ঘ. ইভেন্ট চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত (আবর্জনা নিক্ষেপ, খোলা জায়গায় বর্জ্য পোড়ানো নিষিদ্ধ করা) করার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা।

ঙ. শক্তি সঞ্চয় (বৈদ্যুতিক বাতি এবং এয়ার-কন্ডিশন সিস্টেম অপ্রয়োজনীয় সময়ে বন্ধ রাখা) করার মাধ্যম ব্যয় হ্রাসে সহযোগিতা করা।

চ. ইভেন্ট ভেন্যুতে ধূমপানের জন্য পৃথক স্থানের ব্যবস্থা রাখা।

ছ. MICE ইভেন্টের সময় শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সাউন্ড প্রুফ পার্টিশন তৈরি করা।

জ. ইভেন্ট চলাকালীন সময়ে প্লাস্টিকের তৈরি পণ্য ব্যবহার হ্রাস করা।

৬. বিপণন এবং প্রসারের জন্য নির্দেশনা

৬.১ দেশের পরিচিতি ও সুনাম বৃদ্ধি করাঃ

MICE পর্যটনের অন্যতম ডেসটিনেশন হিসেবে বাংলাদেশকে আরও বেশী আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার জন্য ব্যবসায়িক, শিক্ষা এবং অফিসিয়াল প্রতিনিধিদের আকৃষ্ট করা এবং বাংলাদেশকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজনঃ

ক. দেশীয় MICE পর্যটন গন্তব্যগুলোকে বিশেষভাবে তুলে ধরার জন্য এর অন্যতম বৈশিষ্টসমূহ সম্পর্কে কাঙ্ক্ষিত ব্যবসায়িক, শিক্ষা এবং অফিসিয়াল প্রতিনিধিদেরকে তথ্য সরবরাহ করা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশের MICE পর্যটনের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদি সম্পর্কে বিদেশী উদ্যোক্তাদের অবহিত করা।

খ. একটি MICE পর্যটন গন্তব্যের অন্যতম বৈশিষ্টসমূহ হলোঃ নিরাপদ গন্তব্য, আধুনিক ও উন্নত অবকাঠামো, অতিথিপরায়ণ জনগণ, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং আরামদায়ক পরিবেশ।

গ. দেশকে প্রমোট এবং ব্র্যান্ডিং করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আকর্ষণীয় স্থান, পণ্য ও সেবা ইত্যাদি চিহ্নিত করা এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়ে সমন্বিতভাবে ব্র্যান্ডিং করা।

৬.২ প্রচারমূলক কৌশল

যথাযথ প্রচারমূলক কৌশল নির্বাচন কোন পণ্য এবং পরিষেবার সফল বিপণন পদ্ধতির প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। MICE পর্যটন শিল্পে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য নিম্নোক্ত কার্যকরী প্রচারমূলক কৌশল ব্যবহার করাঃ

ক. MICE পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবহার উপযোগী ওয়েবসাইটগুলোকে, কাঙ্ক্ষিত MICE পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য, সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে প্রচার করা ।

খ. সোস্যাল মিডিয়া বিজ্ঞাপন ব্যবহার করার মাধ্যমে ইভেন্ট আয়োজক, হোটেল ব্যবসায়ি, সরকার, বিভিন্ন ব্যবসায়িক, শিক্ষা এবং অফিসিয়াল প্রতিনিধিদেরকে আকৃষ্ট করা।

গ. ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের আকৃষ্ট করার পাশাপাশি MICE পর্যটন পরিষেবা সম্পর্কে মূল তথ্য প্রদানের জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা।

ঘ. ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদেরকে সাময়িক সময়ের জন্য MICE পর্যটন পরিষেবার উপর বিশেষ ছাড় (Discount) প্রদান করা।

ঙ. কাঙ্ক্ষিত গ্রাহকদেরকে (যেমনঃ বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এবং এনজিও কাজ করছে) ইভেন্ট আয়োজন করার জন্য এবং গন্তব্যের পূর্ণ বিবরণসহ বিভিন্ন প্রচারমূলক অফার ই-মেইলের মাধ্যমে সরাসরি প্রেরণ করা।

চ. ব্যক্তি, সমিতি এবং পূর্ববর্তী সম্মেলনের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য বিগত এবং আসন্ন ইভেন্টের বিভিন্ন তথ্য ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা।

ছ. ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদেরকে বিভিন্ন সময়ে সৌজন্যমূলক উপহার প্রেরণ করা।

জ. MICE পর্যটনের বিষয়ে টিভিসি, ওভিসি, ডকুমেন্টারি, ই-নিউজলেটার, ই-ব্রুশিউর তৈরি এবং ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে দেশে বিদেশে প্রচার করা।

ঝ. MICE পর্যটনের উদ্যোক্তা এবং ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার করা।

৭. MICE পর্যটন উন্নয়নের জন্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

MICE পর্যটনের জন্য গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বাংলাদেশের MICE পর্যটন উন্নয়নে সহযগিতা করবে, পাশাপাশি সারাদেশে MICE পর্যটন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এ কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপঃ

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সভাপতি)

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৩. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৫. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর প্রতিনিধি (সদস্য)

৬. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৭. শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৮. অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৯. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি (সদস্য)

১০. ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি (সদস্য)

১১. সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (সদস্য)

১২. MICE পর্যটন বিশেষজ্ঞ (সদস্য)

১৩. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের গভর্ণিং বডির একজন সদস্য (সদস্য)

১৪. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বিপিসি) এর একজন প্রতিনিধি (সদস্য)

১৫. MICE পর্যটন উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৬. পর্যটন নিয়ে কাজ করেন এমন একজন সাংবাদিক (সদস্য)

১৭. উপ-পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সদস্য সচিব)

কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক. MICE পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিত করা।

খ. MICE ইভেন্ট ভেন্যুগুলোর কাছাকাছি MICE পর্যটন পরিষেবা (যেমনঃ লজিং, রেস্তোরাঁ, বিনোদন এলাকা) সৃষ্টি ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সমন্বয় সাধন করা।

গ. সম্ভাব্য MICE মার্কেট আকৃষ্ট করার জন্য কার্যকরী বিপণন কর্মসূচি গ্রহণ করার পাশাপাশি বিদ্যমান প্রসার কৌশল বিবেচনা করা।

ঘ. MICE পর্যটকদের ধরণ এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে MICE পর্যটন পরিষেবার উন্নয়ন করা।

ঙ. MICE পর্যটন বিকাশের জন্য দেশের বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-নিষেধ মেনে চলতে দিক নির্দেশনা দেয়া।

চ. দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক MICE শিল্পের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ করা।

ছ. MICE পর্যটন আয়োজক এবং ট্যুর গাইডদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।

জ. সারা দেশের MICE পর্যটন কার্যক্রমসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা।

৮. MICE পর্যটনের জন্য বাজেট প্রণয়ন

সারা দেশে MICE পর্যটন বিকাশ ও প্রমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিম্নোক্ত উপায়ে নিশ্চিত করা যেতে পারে:

ক. MICE আয়োজক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্ধ রাখা। তবে বিভিন্ন ইভেন্টস এর সাথে বিনোদনের জন্য পর্যটন আকর্ষণ স্থানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সহ-অর্থায়ন করা।

খ. স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/পর্যটন ব্যবসার মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (Public Private Partnership) তৈরি করার মাধ্যমে MICE পর্যটন অবকাঠামোর উন্নয়ন করা।

গ. MICE পর্যটন পরিষেবা উন্নয়ন ও প্রসারে বেসরকারি খাতে তহবিল বরাদ্দ এবং ঋণ মঞ্জুর করা।

ঘ. MICE পর্যটন অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য স্পন্সরশীপের ব্যবস্থা করা।

ঙ. মাইস পর্যটন উন্নয়নে সহায়তা করনের বিষয়টি এপিএ’তে অন্তর্ভুক্ত করা।